ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

যে কারণে কঙ্গনাকে সেরা বললেন অনুপম খের

পৃ 7

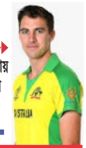

আইসিসি র‍্যাঙ্কিং: বোলারদের তালিকায় চূড়ার কাছে কামিন্স

পৃ 8

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০১৬ ● কলকাতা ● ০২ মাঘ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ১৬ জানুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কুম্ভে হোটেল ভাড়া শুনলে বাড়ির সামনে 'গঙ্গাস্নান' করতে হবে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

১২ বছর পর মহাকুম্ভ। ১৩ জানুয়ারি শুরু হয়েছে। চলবে দেড় মাস। প্রশাসনের ধারণা, দেড় মাসে ৪০ কোটির বেশি পুণ্যার্থীর পা পড়বে প্রয়াগরাজে। আর সেই অনুমান যে সত্যি হতে চলেছে, মহাকুম্ভ মেলার শুরুতেই তার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। হোটেলে তিল ধারণের জায়গা নেই। বাড়তি ট্রেন দিয়েও ভিড় সামাল দেওয়া

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

সামনে বিপদ আছে', তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের সতর্ক করলেন অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রক্তক্ষয় শুরু হয়েছে। পর পর খুন হয়েছেন দলের নেতা এবং এক কর্মী। সেই আবহেই এবার কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দল বড় হলে, মতানৈক্য, মতভেদ স্বাভাবিক। কিন্তু কেউ দলকে দুর্বল করে দিতে চাইলে রেয়াত করা হবে না বলে মন্তব্য করলেন তিনি। অভিষেক জানান, সন্দেশখালি থেকে আরজি কর, কম কুৎসা হয়নি। তার পরও মানুষ তৃণমূলে ভরসা রেখেছেন। এর পরও মানুষের জন্য কাজ না করলে, কার জন্য করবেন, দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। তিনি জানান, বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম 'রাজে' বিশ্বাস করেছেন, তাঁরা নীতিতে বিশ্বাস করেন। তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের সেটা বুঝতে হবে। মালদায় যারা পর পর ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা ছাড় পাবে না বলে এদিন মন্তব্য করেন

এরপর ৩ পাতায়

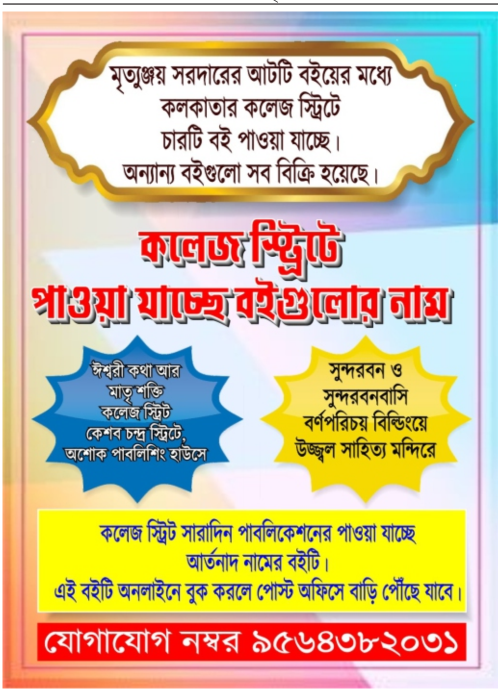

ডান্স বাংলা ডান্স খ্যাত অদৃকার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বনগাঁ: ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল ডান্স বাংলা ডান্স খ্যাত অদ্রিকা দাসের মৃতদেহ। ঘর থেকে একটি সুইসাইড নোটও পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁর চাঁদপাড়া এলাকায়। স্থানীয় কয়েকজন যুবক তাঁকে মানসিক চাপ দিচ্ছিলেন? তাকে উত্যক্ত করা হচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে।স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই যুবকরা এলাকার অনেক মেয়েকেই 'টার্গেট' করেন। তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করতে বাধ্য করা হয়। এর আগেও এলাকার একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু কারা এই যুবক? কতটা সাহস পেলে এমন কাজ তাঁরা করতে পারেন? তাঁদের মাথার উপর কি কারও হাত আছে? একাধিক প্রশ্ন এই ঘটনার পর উঠছে। গাইঘাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। কেন এমনভাবে মানসিক অত্যাচার করা হচ্ছিল, তাও খতিয়ে দেখা হবে। অভিযুক্তদের খোজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।তার জেরে এই ঘটনা। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি পরিবার ও স্থানীয়দের। গাইঘাটা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ২০১৬ সালে ডান্স বাংলা ডান্স রিয়েলিটি শোতে প্রতিযোগী হিসেবে অংশ নিয়ে গ্র্যান্ড ফাইনাল অবধি পৌঁছেছিল বনগাঁর অদ্রিকা। তারপর থেকে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠানের দৌলতে তার নামডাকও বেশ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তারপরেও কেন এমন ঘটনা, তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেখান থেকেই ঘটনার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে এলাকার তিন যুবকের। বাবা অমল দাস, মা মৃদুলা দাস ও স্থানীয় বাসিন্দার দাবি, বুল্টন, বিট্টু, সুমন্ত-সহ আরও বেশ কয়েকজন মানসিকভাবে অদ্রিকার উপর চাপ করছিলেন। তাঁরা বয়সে অদ্রিকার থেকে বড় হলেও যুবকদের সঙ্গে মিশতে জোর করা হত। একাধিক জায়গায় তাঁদের সঙ্গে যেতে হবে বলে চাপ দিতেন যুবকরা। নানাভাবে ভয় দেখানো হত বলেও অভিযোগ সামনে আসছে। দাবি মতো কথা না শোনা হলে ফোনে হুমকি দেওয়া হত বলে দাবি বাবা-মায়ের। তিন যুবকের বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়েছে গাইঘাটা থানায়।

জানা গিয়েছে, গতকালও অদ্রিকাকে ওই যুবকদের সঙ্গে বেরতে হয়েছিল। পরে সে বাড়ি ফিরে আসে। এর মধ্যেই অদ্রিকার বাবার মোবাইলে ফোন গিয়েছিল। বলা হয়, মেয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। তড়িঘড়ি বাড়িতে এসে মেয়েকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন অমল দাস। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। অদ্রিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকার শোকের ছায়া নামে।

মোদির ডিগ্রি বিতর্ক নিয়ে যা বলল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কারো কৌতূহল মেটানো তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই) আইনের লক্ষ্য নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডিগ্রি বিতর্ক নিয়ে সোমবার (১৩ জানুয়ারি) হাইকোর্টে এ কথা জানান দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী তুষার মেহতা।

জানা গছে, মোদির ডিগ্রি বিতর্ক নিয়ে দিল্লির হাইকোর্টে মামলা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। আইনি খবর পরিবেশনকারী ওয়েবসাইট 'লাইভ ল'-এর প্রতিবেদন অনুসারে, আরটিআই কর্মী নীরজ কুমার প্রথমে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৮ সালের স্নাতক স্তরের সব পড়ুয়ার নাম, রোল নম্বর, প্রাপ্ত নম্বর জানতে চান। কে পাস করেছেন, কে ফেল

এরপর ৩ পাতায়

ছাড়া পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

জেল থেকে বেরিয়ে গাড়ি করে চলে যাচ্ছেন বালু। —নিজস্ব চিত্র।

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ছাড়া পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (বালু)। বুধবারই রেশন দুর্নীতি মামলায় তাঁকে জামিন দিয়েছে কলকাতার বিচারভবন। এর পর সন্ধ্যায় জেল থেকে ছাড়া পেলেন তিনি।প্রসঙ্গত, জ্যোতিপ্রিয়কে গ্রেফতারের পর বার বার তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছিলেন, বিজেপি 'ষড়যন্ত্র' করেই বনমন্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে। অথচ ২০২২ সালের ২৩ জুলাই তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়ার মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে তাঁকে মন্ত্রিত্ব ও দলের মহাসচিব পদ থেকে

এরপর ৫ পাতায়

(১ম পাতার পর)

সামনে বিপদ আছে', তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের সতর্ক করলেন অভিষেক

অভিষেক। পাশাপাশি, মেদিপুরে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনাতেও প্রতিক্রিয়া জানান। এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে, তেমন পদক্ষেপ করতে হবে বলে জানান।বুধবার ফলতায় 'সেবাশ্রয় শিবির' থেকে এই মন্তব্য করেন অভিষেক। মালদায় দুলাল সরকার এবং তার পর দলের কর্মী খুন হওয়ার ঘটনায় দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাঁকে। জবাবে অভিষেক বলেন, "দল বড় হলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। পরস্পরের মতামত না মিলতেই পারে। কিন্তু দলকে কেউ দুর্বল করতে চাইলে, তার ছাড় নেই। কেউ দলের শৃঙ্খলার উর্ধ্বে নয়। মানুষ আমাদের নির্বাচিত করেছেন। বিনয়ী হতে হবে আমাদের। আমরা মানুষের দল। কর্মীদের সেকথা বুঝতে হবে। সারাবছর থাকতে হবে, মানুষের কাছে হাতজোড় করে থআকতে হবে।"

এদিন অভিষেক বলেন, "তৃণমূলের এক বুথস্তরের কর্মীকেও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। দলের সম্পাদক হিসেবে আমাকেও সেই একই শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়েই দল করতে হবে। মানুষ আমাদের নির্বাচন করেছেন। কিছু লোক ধরাকে সরা জ্ঞান করে নিজেদের কেউকেটা ভাবেন। আগামী দিনে তাঁদের জন্য তৃণমূলের দরজা কিন্তু বন্ধ থাকবে। যাঁরা ভাবছেন, এলাকা দখল করে মৌরসি পাট্টার মতো দল চালাব, তাঁদের কিন্তু কপালে বিপদ আছে। এই একই ভুল সিপিএম করত। একই ভুল বিভিন্ন জেলায় বিজেপি করেছে। আমরা মানুষের দল। আমাদের সঙ্গে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেসের বেসিক পার্থক্য রয়েছে। এবছর কোনও নির্বাচন নেই, তাও সেবাশ্রম করছি। কারণ এটা আমাদের কাজ, দায়বদ্ধতা।"

(১ম পাতার পর)

কুম্ভে হোটেল ভাড়া শুনলে বাড়ির সামনে 'গঙ্গাস্নান' করতে হবে

যাচ্ছে না।প্রয়াগরাজে থাকার জায়গা পেতেও কালঘাম ছুটছে পুণ্যার্থীদের। একটি তাঁবুর জন্য প্রতি রাতে সাড়ে ১২ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পড়ছে। লাক্সারি তাঁবুর জন্য প্রতিরাতে ১ লক্ষ টাকাও দিতে হচ্ছে। লাক্সারি হোটেলগুলিতে একরাত থাকার জন্য ১১ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হচ্ছে। কোথাও কোথাও তা ৪০ হাজারও। আইআরসিটিসি-র মহাকুম্ভ গ্রাম ও UPSTDC-র টেন্ট কলোনিতে একরাত থাকার জন্য সাধারণ রুম থেকে ডিলাক্স পাওয়া যাচ্ছে দেড় হাজার থেকে ৩৫ হাজার টাকায়। গতবছরের এই সময়ের চেয়ে প্রয়াগরাজে হোটেল বুকিং ১০ গুণ বেড়েছে। মহাকুম্ভ মেলার গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলির জন্য ৮৫ শতাংশের বেশি হোটেল বুক হয়ে গিয়েছে। ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে মহাকুম্ভ মেলা। হোটেলগুলিতে তিল ধারণের জায়গা থাকবে না বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা।ফ্লাইট বুকিং লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। দেশ ও বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা আসছেন প্রয়াগরাজে।

মহাকুম্ভ মেলায় পৌঁছতে আকাশপথকে বেছে নিচ্ছেন অনেক যাত্রী। ixigo-র গ্রুপ সিইও অলোক বাজপেয়ী বলেন, "প্রয়াগরাজে এবার ২০টি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি বিমান পৌঁছে যাচ্ছে। আগের কুম্ভমেলায় শুধু দিল্লি থেকে সরাসরি প্রয়াগরাজে আসার সুবিধা ছিল। এবার তাই বিমানে করে প্রয়াগরাজে আসা পুণ্যার্থীর সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়েছে।"গতবছরের এই সময়ের চেয়ে তাই প্রয়াগরাজে আসার জন্য বিমান বুকিংয়ের সংখ্যা ১৬২ শতাংশ বেড়েছে। প্রয়াগরাজের নিকটবর্তী বারণসী এবং লখনউ বিমানবন্দরেও যাত্রী সংখ্যা বেড়েছে। বারাণসীতে বিমান বুকিং বেড়েছে ১২৭ শতাংশ। আর লখনউয়ে বেড়েছে ৪২ শতাংশ। ৩০ দিন আগে বিমান বুকিং করলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রয়াগরাজে আসতে গড়ে ৭ থেকে ১০ হাজার টাকা লাগছে। তবে বিমানের সংখ্যার তুলনায় টিকিটের চাহিদা বেশি থাকায় ভোপাল থেকে সরাসরি প্রয়াগরাজে আসার টিকিটের দাম ১৭ হাজার টাকাও পড়ছে। আবার যে দিনগুলিতে পুণ্যস্নান পড়েছে, সেইসময় টিকিটের দাম অনেকটাই বেশি। যেমন, ২৭ জানুয়ারি মুম্বই থেকে প্রয়াগরাজে আসতে বিমানভাড়া পড়ছে ২৭ হাজার টাকা। গতবছরের এই সময়ের তুলনায় জয়পুর, বেঙ্গালুরু, নাগপুর, কোচি এবং মুম্বইয়ের মতো জায়গা থেকে প্রয়াগরাজ আসতে তিনগুণ ভাড়া দিতে হচ্ছে।মেক মাই ট্রিপের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও গ্রুপ সিইও রাজেশ মাগো বলেন, "সবচেয়ে বেশি বিমান বুকিং হয়েছে মহাকুম্ভ মেলার সূচনা ও সমাপ্তির সময়।" ইজ মাই ট্রিপের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সিইও রিকান্ত পিট্টি বলেন, "দেশ এবং বিদেশ থেকে বুকিং করা হচ্ছে। গ্রুপ বুকিংও করা হচ্ছে। শুধু ৫০ কিংবা তাঁর বেশি বয়সী নাগরিকরা নন, কমবয়সীরা মহাকুম্ভ নিয়ে উৎসাহিত।" ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ট্যুর অপারেটর্সের সভাপতি রাজীব মেহরা বলেন, গতবারের থেকে এবার বিদেশি পুণ্যার্থীর সংখ্যা বেশি। শুধু বিমান বুকিং নয়, ট্রেনও যাত্রীসংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। গতবছরের এই সময়ের চেয়ে এবার প্রয়াগরাজে আসার ট্রেনের বুকিং বেড়েছে ১৮৭ শতাংশ।

(2 পাতার পর)

মোদির ডিগ্রি বিতর্ক নিয়ে যা বলল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

করেছেন, তাও জানতে চান তিনি।

তবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জানানো হয়, তৃতীয় পক্ষকে এভাবে তথ্য দেয়া যাবে না। তখন কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের কাছে আবেদন জানান আরটিআই কর্মী নীরজ কুমার। তার ভিত্তিতে ২০১৬ সালে কমিশন ওই তথ্য প্রকাশ্যে আনার নির্দেশ দেয়।

কমিশনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ২০১৭ সালে আদালতের দ্বারস্থ হন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ওই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৯৭৮ সালের কলা বিভাগের স্নাতক স্তরে পাস করা পড়ুয়াদের নথিপত্র খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেন কমিশন। ঘটনাচক্রে, ওই বছরেই মোদিও স্নাতক হন। ২০১৭ সালের ২৪ জানুয়ারি মামলার প্রথম শুনানিতেই কমিশনের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেন আদালত।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে আইনজীবী মেহতা আদালতে জানান, আইন অনুসারে অনুমতি পেলে, কেউ নিজের ডিগ্রি বা মার্কশিট সংক্রান্ত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাইতে পারেন। কিন্তু কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছে এ জাতীয় তথ্য প্রকাশ্যের অনুমোদন দেয় না আরটিআই আইন। সে ক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশটি আইনের পরিপন্থি।

তিনি বলেন, 'আরটিআই কর্মী নীরজ কুমার ১৯৭৮ সালের পাস করা সবার তথ্য চেয়েছেন। এরপর কেউ এসে ১৯৭৯ সালের চাইতে পারেন। তারপর কেউ এসে ১৯৬৪ সালের চাইতে পারেন। একটি বিশ্বাসের জায়গা থেকে পড়ুয়াদের তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রাখা থাকে। আইনের মারপ্যাঁচে কোনো অপরিচিত ব্যক্তির কাছে তা প্রকাশ করা যায় না।'

যে তথ্য চাওয়া হয়েছে তার সঙ্গে স্বচ্ছতা বা জবাবদিহির কোনো সম্পর্ক নেই। তথ্য প্রকাশ্যে আনার নির্দেশ দেয়ার ফলে আরটিআই আইনের অপব্যবহার করা হচ্ছে আদালতে জানান দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আইনজীবী।

সম্পাদকীয়

সাগরের চিঠি কই, সুকান্তের প্রশ্নে পাল্টা অরূপের

জাতীয় মেলা ঘোষণা না করা, কুম্ভমেলার মতো কেন্দ্রীয় সাহায্য না পাওয়া নিয়ে বারবার উষ্মা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাসাগর মেলায় এসে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার প্রশ্ন তুললেন, গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে রাজ্য কোনও সহযোগিতার চিঠি কি কেন্দ্রকে দিয়েছে?মেলা প্রাঙ্গণে এ দিন সন্ধ্যায় রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণমন্ত্রী অরূপ বলেছেন, ''জাতীয় মেলা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী একাধিক চিঠি প্রধানমন্ত্রীকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তিনি মৌনব্রত পালন করে চলেছেন!'' তাঁর কটাক্ষ, ''সুকান্ত ছোট মন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছনোর ক্ষমতা ওঁর নেই! রাজ্য সরকার চিঠি দিয়েছে কি না, জানবেন কী করে। উনি দু-তিন ঘণ্টার জন্য গঙ্গাসাগরে এসে রাজনীতি করার জন্য ভুল কথা বলছেন!'' তাঁর আরও দাবি, ''রাজ্যে একশো বছরেও বিজেপি ক্ষমতায় আসবে না! আমরাই এই মেলাকে জাতীয় মেলা করব।''তাঁর কথায়, ''ওই চিঠির প্রতিলিপি যদি রাজ্য সরকার আমাকে দেয়, তা হলে আমি নিজে পশ্চিমবঙ্গের ও মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব। এই মেলাকে কী ভাবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মেলায় পরিণত করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করব।'' রাজনীতি করার জন্যই বিজেপি সভাপতি এমন বলছেন বলে তাঁর বক্তব্যকে আমল দিতে চাননি রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

মকর সংক্রান্তিতে সাগর-স্নান ও কপিল মুনির আশ্রমে প্রার্থনা সারতে এসে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত এ দিন দাবি করেছেন, ''আমরা ক্ষমতায় এলে (রাজ্যে) গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলা করব রাজ্য ও কেন্দ্রের সহযোগিতায়।'' প্রশাসন সূত্রের খবর, জাতীয় মেলার মাপকাঠি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কোনও নির্দেশিকা নেই। তবে মেলাটিকে অবশ্যই সরকারি অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও বিভাগের অনুমোদন থাকতে হবে। মেলায় বিভিন্ন ভাষার ও বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পী বা পর্যটকদের মেলবন্ধন হতে হবে। পরিবেশ দূষণের নিয়ম-নীতি মেনে মেলা হতে হবে। অগ্নি নিরাপত্তা, শব্দদূষণ রোধের বন্দোবস্তও থাকতে হবে। পর্যটন, সংস্কৃতি বা কোনও বিশেষ জাতির ঐতিহ্যের মতো বিষয়কে তুলে ধরলে সেই মেলাকে পর্যটন, তথ্য সংস্কৃতি বা অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতর সরকারি ভাবে 'মান্যতা' দেয়। সেই 'মান্যতা' পেলেই সরকারি অর্থ মেলার বাজেটে যুক্ত হয়।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দশম পর্ব)

কালীঘাটের কালী মন্দির কবে, এটা বলতে গেলে বলতে হবে। পৌরাণিক (পীঠমালা তন্ত্র) কিংবদন্তী অনুসারে, সতীর দেহত্যাগের পর বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে ছিন্হিত দেহের সতীর ডান পায়ের চারটি (মতান্তরে একটি) আঙুল এই কালীঘাট তীর্থে পড়েছিল।

জনশ্রুতি যে বল্লাল সেনের সময় (১১৫৯-১১৭৯ খৃঃ) এই জায়গাটি কালীক্ষেত্র নামে বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁর আমলে তীর্থ দর্শনের আশায় অনেক পুন্যার্থী গঙ্গাতীরে অবস্থিত কালীক্ষেত্রে স্নান করতে আসতেন।

সেই সময় এই কালীক্ষেত্র বহুলা (বেহালা?) থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ২৬

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

কেজরিওয়াল ও মোদি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ : রাহুল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দিল্লির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির (আপ) নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কড়া সমালোচনা করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

সোমবার (১৩ জানুয়ারি) বিধানসভা ভোটের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার শুরু করেই রাহুল গান্ধী নিশানা করেছেন দিল্লির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে।

উত্তর-পূর্ব দিল্লির সীলামপুরে কংগ্রেসের সমাবেশে রাহুল বলেন, আপনারা কেজরিওয়ালকে প্রশ্ন করুন, তিনি অনগ্রসরদের জন্য সংরক্ষিত কোটা চান কিনা। আমরা যখন এ নিয়ে কথা বলি, তখন প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং কেজরিওয়াল কারো কাছ থেকে একটি শব্দও শুনি না।

কেজরিওয়াল ও মোদিরর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দুজনই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন। তারা আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

রাহুলের এই মন্তব্যের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জবাব দেন কেজরিওয়াল। তিনি সামাজিকমাধ্যম এক্সের পোস্টে লেখেন, 'রাহুল গান্ধী দিল্লিতে এসেছেন। তিনি আমাকে অনেক গালাগালও করেছেন। কিন্তু আমি তার বক্তব্য নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না। তার লড়াই কংগ্রেসকে বাঁচানোর জন্য। আমার লড়াই দেশকে বাঁচানোর জন্য।'

অন্যদিকে হরিয়ানা রাজ্যে গত বছর বিধানসভা ভোটের আগে

এরপর ৬ পাতায়

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

প্রহরে প্রহরে বিশেষভাবে স্নান করিয়ে আমার পূজা করবে। পুষ্প, গন্ধ, ধূপাদি দ্বার যথোচিত অর্চনা করবে। প্রথম প্রহরে দুগ্ধ, দ্বিতীয় প্রহরে দধি, তৃতীয় প্রহরে ঘৃত এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দিয়ে আমাকে স্নান করাবে এবং পূজা করবে। এছাড়া যথাশক্তি নৃত্যগীতাদি দ্বারা আমার প্রীতি সম্পাদন করবে। হে দেবী, এই হল আমার প্রীতিকর ব্রত। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(২ পাতার পর)

ছাড়া পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

সরিয়ে দিয়েছিলেন মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পার্থকে সাসপেন্ডও করা হয়েছিল। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত পার্থ এখনও জামিন পাননি। সদ্যই তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে। কিন্তু জামিন পেলেন বালু।আদালত জামিন দেওয়ার পরেই প্রেসিডেন্সি জেলে ভিড় জমিয়েছিলেন বালুর অনুগামী। পৌঁছে গিয়েছিলেন বালুর মেয়ে প্রিয়দর্শিনী মল্লিক।এর পর বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ জেল থেকে বেরোন প্রাক্তন মন্ত্রী। বেরোনোর পর অবশ্য জেলের বাইরে বেশি ক্ষণ দাঁড়াননি তিনি। জেল থেকে বেরিয়েই গাড়িতে উঠে চলে গিয়েছেন মেয়ের সঙ্গে। গিয়েছেন সল্টলেকের বাড়িতে। বাড়িতে ঢোকার সময়েও কোনও কথা বলেননি বালু। প্রসঙ্গত, সূত্রের খবর, আদালতেরই নির্দেশ রয়েছে, রেশন দুর্নীতি মামলা সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে পারবেন না প্রাক্তন মন্ত্রী।

এর আগে জামিনের শুনানিতে প্রাক্তন মন্ত্রীকে দুর্নীতির 'রিং মাস্টার' বলে বর্ণনা করেছিল ইডি। ইডি দাবি করেছিল, জ্যোতিপ্রিয় 'দুর্নীতির গঙ্গাসাগর'। নদীর শাখা-প্রশাখা যেমন সাগরে মেশে, তেমনই দুর্নীতিকারীদের গন্তব্যস্থল ছিলেন তিনি। রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বালুর জামিনের বিরোধিতা করে আদালতে ইডির বক্তব্য ছিল, রেশন দুর্নীতির এফআইআরে প্রথমে তাঁর নাম ছিল না। কিন্তু তদন্ত করতে গিয়ে একাধিক নথি ইডির হাতে এসেছে। তা থেকে দেখা গিয়েছে, এফআইআরে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর নাম না থাকলেও এই দুর্নীতির 'রিং মাস্টার' তিনিই।

রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে জ্যোতিপ্রিয়কে গ্রেফতার করেছিল ইডি। গ্রেফতারির পরে প্রথমে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তৎকালীন মন্ত্রী। হাসপাতালে কিছু দিন থাকতে হয় তাঁকে। সেখান থেকে সুস্থ হয়ে জেলে যান তিনি। সেই থেকে জেলেই ছিলেন। বেশ কয়েক বার আদালতে জামিনের আবেদন করেছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী। কিন্তু প্রতি বার 'প্রভাবশালী তত্ত্ব' তুলে ধরে তাঁর জামিনের বিরোধিতা করেছিল ইডি। তাদের দাবি ছিল, জ্যোতিপ্রিয়কে জামিন দিলে তিনি তদন্তে প্রভাব খাটাতে পারেন। অতঃপর জামিন পাননি প্রাক্তন মন্ত্রী। বুধবার অবশ্য তা ঘটেনি।

দুর্গাপুজোর আবহে বাড়িতে ম্যারাথন তল্লাশির পর রাতে বালুকে গ্রেফতার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ২০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পরেই গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে। ইডি সূত্রে দাবি করা হয়েছিল, মন্ত্রীর বাড়ি থেকে রেশন বণ্টন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র মিলেছে। জেলবন্দির পর অসুস্থতার কারণে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তিও হয়েছিলেন। তবে পরে সুস্থ হয়ে ফের জেলে

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

মণিপুরের সঙ্গে সংযোগকারী অ্যালায়েন্স এয়ার-এর ৩টি নতুন বিমান পরিষেবা চালু হয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি , ২০২৫

কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী শ্রী রামমোহন নাইডু আজ মণিপুরের সঙ্গে সংযোগকারী দুটি নতুন রুট সহ মোট ৩টি রুটে অ্যালায়েন্স এয়ারের বিমান পরিষেবার সূচনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। অ্যালায়েন্স এয়ারের বিমান ইম্ফল থেকে ডিমাপুরের মধ্যে সংযোগের পাশাপাশি এখন ইম্ফল থেকে কলকাতা এবং ইম্ফল-গুয়াহাটির মধ্যে এই নতুন রুটে যাতায়াত করবে।

কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক এবং মণিপুর সরকারের যৌথ প্রয়াসের অঙ্গ হিসেবে এই বিমান পরিষেবা চালু হয়েছে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী রামমোহন নাইডু মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার 'অ্যাক্ট ইস্ট, অ্যাক্ট ফাস্ট, অ্যাক্ট ফার্স্ট' মন্ত্রের মাধ্যমে উত্তরপূর্বাঞ্চলের উন্নয়নকে দেশের অন্য অংশের সঙ্গে যুক্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, এই নতুন বিমান পরিষেবা যোগাযোগ ত্বরান্বিত করবে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে, ব্যবসায় নতুন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আসবে। এর ফলে মণিপুরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। শ্রী নাইডু বলেন, এই বিমান পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পর্যটন ক্ষেত্রের প্রসার ঘটবে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। পাশাপাশি মণিপুরের যুবক-যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থান, অর্থনীতি এবং ক্ষমতায়নের সুযোগ তৈরি করবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উন্নয়নের কথা তুলে ধরে জানান, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উড়ান এবং অ্যাক্ট ইস্ট নীতির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে জোর দিয়েছেন যাতে এই অঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণ হতে পারে। ইম্ফল বিমান বন্দর সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে বিমান বন্দরগুলির উন্নয়নের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান ২০৪৭ তৈরি করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ্রী এন বীরেন সিং।

২৫ কোটির মানহানি মামলার নোটিস, 'হিন্দু সংহতি'র বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য বিপাকে মালব্য

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দু'পক্ষের মধ্যে ঠুকঠাক লেগেই ছিল লোকসভা ভোটের পর। এবার সমাজমাধ্যমে মানহানিকর মন্তব্যের জন্য বিজেপির সর্বভারতীয় আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যর কাছে ২৫ কোটি টাকা দাবি করে আইনি নোটিস ধরাল গেরুয়াপন্থী সংগঠন হিন্দু সংহতি। একই সঙ্গে অবমাননাকর ওই পোস্ট করার জন্য মালব্যকে প্রকাশ্যে শর্তহীন ক্ষমাপ্রার্থনার দাবিও করা হয়েছে আইনি নোটিসে।উল্লেখ্য, সংঘের একসময়ের শীর্ষস্থানীয় প্রচারক প্রয়াত তপন ঘোষ প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সংহতি স্বাধীন সংগঠন হলেও আরএসএসের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড়। সংহতির প্রাক্তন সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন। বর্তমানে মধ্য বঙ্গে বিজেপির অন্যতম পদাধিকারী। বর্তমান সভাপতি শান্তনু সিং টানা আট বছর এবিভিপির রাজ্য সম্পাদক ছিলেন। সংঘের স্বয়ংসেবক হিসাবে কেশব ভবনে অতিপরিচিত মুখ। ফলে মালব্য বনাম শান্তনুর এই দ্বন্দ্ব গেরুয়া রাজনীতির দুই শিবিরের লড়াই বলেই প্রত্যয় রাজনৈতিক মহলের।নোটিসের কপি পাঠানো হয়েছে জে পি নাড্ডা, সুকান্ত মজুমদার ও কলকাতা পুলিশকে।

ঘটনার সূত্রপাত গত বছরের জুন মাসে ফেসবুকে হিন্দু সংহতির সভাপতি শান্তনু সিংয়ের একটি পোস্ট নিয়ে। লোকসভা ভোটে বিজেপির আসন কমার পর কৈলাস বিজয়বর্গীয়-সহ বাংলার দায়িত্বে থাকা সর্বভারতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে 'কামিনী কাঞ্চন' যোগের অভিযোগ এনে আলোড়ন তৈরি করেছিলেন তথাগত রায়ের মতো প্রবীণ বিজেপি নেতাদের একাংশ। তারই প্রেক্ষিতে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে অমিত মালব্যর নাম করে 'হানি ট্র্যাপ' সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেন শান্তনুবাবু। এরপরই শান্তনু সিংয়ের বিরুদ্ধে দিল্লিতে মামলা করেন মালব্য। যা নিয়ে দিল্লি হাই কোর্টে পাল্টা আবেদন জানান শান্তনুবাবু। সেই মামলা এখনও চলছে।রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার হিন্দু সংহতির তরফ থেকে মালব্যকে পাঠানো আইনি নোটিসে বলা হয়েছে, 'আমার মক্কেল হিন্দু সংহতির সভাপতি শান্তনু সিংয়ের ব্যক্তিগত ফেসবুক পোস্টের প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে আপনি গত ১২ ও ১৩ জুন টুইটারে দুটি পোস্ট করেছিলেন। যেগুলি আমার মক্কেল হিন্দু সংহতির পক্ষে অবমাননাকর ও মানহানিকর। শান্তনু সিং যে পোস্ট করেছিলেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য। যার সঙ্গে হিন্দু সংহতির কোনও সম্পর্ক নেই।' হিন্দু সংহতির বক্তব্য, ব্যক্তি শান্তনু সিংহের সঙ্গে বিরোধে হিন্দু সংহতির নাম টেনে মালব্য সংগঠনের মানহানি করেছেন। সেজন্য তাঁকে প্রকাশ্যে শর্তহীন ক্ষমা চাইতে হবে এবং ২৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। না হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি তদন্ত কমিটি সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত সরকারকে অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কিছু সংগঠিত গোষ্ঠী, জঙ্গী গোষ্ঠী, মাদক চোরাচালানকারী সহ অসামাজিক কাজে লিপ্ত সংগঠনের সম্পর্কে ২০২৩ সালে নানা তথ্য প্রদান করে। ঐ তথ্যানুযায়ী, সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলির কারণে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র – উভয় দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই তথ্য হাতে আসার পর কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৩ সালের নভেম্বরে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করে।

তদন্ত কমিটি মার্কিন প্রশাসনের থেকে প্রাপ্ত তথ্যর উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু বিষয়ে তদন্ত চালায়। এক্ষেত্রে মার্কিন কর্তৃপক্ষ সবধরনের সহযোগিতা করে। তদন্ত প্রক্রিয়ায় কমিটির সদস্যরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং প্রাসঙ্গিক নানা নথি পরীক্ষা করেছেন।

দীর্ঘ তদন্তের শেষে কমিটি সরকারের কাছে তার প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। প্রতিবেদনে , অতীতে অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিল, এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করে তোলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে দ্রুততার সঙ্গে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়।

চীন-রাশিয়া-ইরান-উত্তর কোরিয়া আমাদের স্বাধীনতা হরণ করছে : ন্যাটো প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুট অভিযোগ করেছেন, চীন, রাশিয়া, ইরান ও উত্তর কোরিয়া ন্যাটোরকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে এবং পশ্চিমাদের স্বাধীনতা হরণ করছে।

বুধবার ব্রাসেলসে ন্যাটো সামরিক বাহিনীর চিফস অব ডিফেন্সের এক বৈঠকে রুট দাবি করেন, ন্যাটোর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে।

ন্যাটো মহাসচিব মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের সদস্যদের 'যুদ্ধকালীন মানসিকতা' গ্রহণের এবং প্রতিরক্ষা ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর আহ্বানও জানান।

ন্যাটো প্রধান বলেন, যুদ্ধ ঠেকাতে হলে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। এখন যুদ্ধকালীন মানসিকতায় পরিবর্তন করার সময়। ন্যাটো রাষ্ট্রগুলোকে আরও বেশি এবং আরও ভালো প্রতিরক্ষা ক্ষমতা তহবিল করতে হবে।

রুট বলেন, ন্যাটো সদস্যরা প্রতিরক্ষা বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সামরিক মহড়া জোরদার করলেও আগামী চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে যে বিপদ আসছে, তা মোকাবেলায় এসব যথেষ্ট নয়।

(৪ পাতার পর)

কেজরিওয়াল ও মোদি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ : রাহুল

নৃগোষ্ঠীর সংরক্ষিত কোটা নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। এবার বিধানসভা ভোটের আগে সেই বিতর্কই দেখা দিয়েছে দিল্লিতেও।

কেজরিওয়াল রবিবার বিজেপির বিরুদ্ধে দিল্লির জাঠদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার জাঠদের ওবিসি (অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি) তালিকাভুক্ত না করার ফলেই তারা কোনো কোটা সুবিধা পাচ্ছেন না।

আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে এক দফায় বিধানসভার ৭০টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ৮ ফেব্রুয়ারি হবে গণনা। সেখানে ক্ষমতাসীন আপের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল এবং উত্তরপ্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশের সমাজবাদী পার্টি (এসপি) ইতোমধ্যেই দিল্লির ভোটে বিজেপিকে হারাতে আপকে সমর্থন করেছেন।

সিনেমার খবর

cinema TV

মক্কা থেকে ভাইরাল ছবি, মুসলিম হলেন শাহরুখের স্ত্রী গৌরী!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিয়ের ৩৩ বছর পর বলিউড মেগাস্টার শাহরুখ খানের স্ত্রী গৌরী খান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন বলে দাবি করে ইন্টারনেটে ভুয়া তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছর ২০২৫ সালের শুরুতেই শাহরুখ ও তার ছেলে আরিয়ান খানের সঙ্গে মক্কায় দেখা গেছে গৌরীকে। অন্তর্জালে ঘুরতে থাকা এ ছবিটি সত্য নয়।

ডিপফেক এআই প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সে ছবি। বলিউড তারকারা ডিপফেকের শিকার, এবারই প্রথম নয়। আগেও আলিয়া ভাট, ক্যাটরিনা কাইফ, আমির খান, রাশমিকা মান্দানার মতো একাধিক তারকা এ হয়রানির শিকার হয়েছেন। ডিপফেকের বিষয়টি ভারতে এত পরিমাণ ছড়িয়ে পড়েছে যে এ বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এদিকে কফি উইথ করণ-শো তে এসে একবার নিজের ধর্ম প্রসঙ্গে মুখ খোলেন গৌরী। উপস্থাপক ও প্রযোজক করণের প্রশ্নে তিনি বলেন, শাহরুখ কখনই আমাকে শর্ত দেননি যে তাকে বিয়ে করতে হলে ধর্মান্তরিত হতে হবে। আমি শাহরুখের ধর্মকে শ্রদ্ধা করি, তবে তার মানে এই নয় মুসলিম হব।

গৌরী আরো বলেন, আমি আমার নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস পালন করি। আমাদের বাড়িতে যেমন ধুমধাম করে দিওয়ালি উদযাপিত হয়, তেমনই ঈদও উদযাপন করা হয়। দিওয়ালির সমস্ত দায়িত্ব থাকে আমার কাঁধে, আর ঈদের দায়িত্ব থাকে শাহরুখের ওপর।

অতীতে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখও ধর্ম নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। ওই সাক্ষাৎকারে শাহরুখ বলেন, আমি আমার সন্তানদের সবসময় বলি যে তারা আগে ভারতীয়। আর মানবিকতা ও মনুষ্যত্বই আসল ধর্ম। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে ভালোবেসে বিয়ে করেন শাহরুখ ও গৌরী। তখন শাহরুখ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না বলিউডে। পরিবারের অমতে বিয়ে হওয়ায় একেবারে শূন্য থেকে জীবন শুরু করেন তারা। আজ সমাজে তারা দুজনেই প্রতিষ্ঠিত। সুখের সংসারে তাদের রয়েছে তিন সন্তান। তারা হলেন- আরিয়ান, সুহানা ও আব্রাম। আরিয়ান জন্মেছেন ১৯৯৭ সালে, সুহানা জন্মেছেন ২০০০ ও আব্রাম জন্মেছে ২০১৩ সালে।

যে কারণে কঙ্গনাকে সেরা বললেন অনুপম খের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বহু বাঁধা পেরিয়ে অবশেষে মুক্তি পেতে যাচ্ছে কঙ্গনা রনৌত পরিচালিত প্রথম সিনেমা 'ইমার্জেন্সি'। এর মধ্যে দিয়ে পর্দায় ভেসে উঠবেন ভারতের এক বিশেষ সময়ের রাজনৈতিক নেতারা। তাদের কাজকর্ম, বিতর্ক, দেশের পরিস্থিতি দেখা যাবে রুপালি পর্দায়।

আগামী ১৭ জানুয়ারি মুক্তি 'ইমার্জেন্সি'। পরিচালনা, প্রযোজনার পাশাপাশি এ ছবির এক মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন তারকা সাংসদ কঙ্গনা রনৌত নিজে। কিন্তু নামভূমিকা নয়। বরং এক বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থার প্রক্ষাপটে নির্মিত এ ছবির নায়ক অনুপম খের- এমনই দাবি করলেন কঙ্গনা।

সাম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা বলেন, 'ছবিতে অনুপম খেরকে পাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদি তিনি এ ছবিতে কাজ করতে অস্বীকার করতেন তাহলে আমি ছবিটা বানাতেই পারতাম না। পর্দায় তার ব্যক্তিত্বটা দেখুন। একটা সততার প্রকাশ রয়েছে তার মুখে। আর কেউ জয়প্রকাশ নারায়ণের চরিত্র এতটা ভালভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন না।'

তবে শুধু কঙ্গনাই নয়। উল্টো দিক

থেকেও এসেছে প্রশংসা। স্বয়ং অনুপম খের অভিনেত্রীকে 'সেরা পরিচালকদের একজন' বলে চিহ্নিত করে ফেলেছেন।

তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর নির্মিত ছবিগুলোর মধ্যে এটিই সেরা কাজ হতে চলেছে। আর কঙ্গনা সে কাজটি অনায়াস ভঙ্গিতে সেরে ফেলেছেন। 'ইমার্জেন্সি'র নেপথ্যে রয়েছে তার কঠোর পরিশ্রম। পরিচালনার পাশাপাশি ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে অভিনয় করা মুখের কথা নয় কিন্তু কঙ্গনা সেটাই করে দেখিয়েছেন। আমি যত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছি তাঁদের মধ্য অন্যতম সেরা কঙ্গনা।'

১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭— একুশ মাসের জরুরি অবস্থার উপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে এ ছবি। অভিনয় করেছেন শ্রেয়স তলপড়ে, মিলিন্দ সোমান, মহিমা চৌধুরী, সতীশ কৌশিক প্রমুখ।

বয়স কম হলে দীপিকা হতো চতুর্থ স্ত্রী, সঞ্জয়ের মন্তব্যে বিতর্কের ঝড়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সঞ্জয় দত্ত মানেই যেন 'লার্জার দ্যান লাইফ' এক চরিত্র , সে অন-স্ক্রিন হোক কিংবা অফ-স্ক্রিন। ক্যারিয়ারের শিখরে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগসূত্র অথবা জেল থেকে কামব্যাক করে ফের বলি-নায়কদের প্রথম সারিতে অবস্থান, সঞ্জয় সবসময়ই আলোচিত ছিলেন ।

মাদকযোগ, নারীসঙ্গ...সবমিলিয়ে সঞ্জয় দত্ত আর পাঁচজন তথাকথিত বড় মাপের বলি-তারকাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক চরিত্র। বিশেষ করে, সঞ্জয়ের নারীসঙ্গ এবং বান্ধবীদের নানান রঙিন কিসসা ছিল সর্বজনবিদিত। তবে এবার যেন আরো একবার বিতর্কের আগুনে ঘি ঢাললেন অভিনেতা। এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা পাড়ুকোনকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন 'সঞ্জু বাবা'!

সঞ্জয় জানান, তার বয়স আর একটু কম হলে দীপিকাই হতেন চতুর্থ স্ত্রী। অভিনেত্রীর সৌন্দর্যে নাকি মুগ্ধ তিনি।

পুরনো এক সাক্ষাৎকারে খলনায়ক ছবির প্রসঙ্গ উঠলে সঞ্জয়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সে ছবির জনপ্রিয় 'চোলি কে পিছে' গানে মাধুরীর জায়গায় তিনি কাকে দেখতে চান?

একমুহূর্ত সময় না খরচ করে সঙ্গে সঙ্গে দীপিকার নাম নিয়েছিলেন অভিনেতা। তারপরেই রণবীর সিংয়ের বর্তমান ঘরনিকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তিনি। জানান, তার বয়স যদি আর একটু কম হতো তাহলে দীপিকাকেই বিয়ে করতেন!

নেটপাড়া অবশ্য মোটেই ভালভাবে নেয়নি সঞ্জয়ের এই বক্তব্য। 'কেজিএফ ২' অভিনেতার বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হয়েছেন নেটিজেনরাও।

কেউ লিখেছেন, প্রকাশ্যেই যদি এসব কথা বলতে পারেন, তাহলে আড়ালে কেমন ধরনের কথাবার্তা বলেন? অন্য এক নেটিজেনের মন্তব্য, এই কথা শুনে আমার-ই কেমন কেমন লাগছে। সেক্ষেত্রে দীপিকার কথা ভেবে সত্যিই খারাপ লাগছে।

প্রসঙ্গত, সঞ্জয়ের প্রথম স্ত্রী রিচা শর্মা। ১৯৯৬ সালে ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল। এরপরে ১৯৯৮ সালে বিমানসেবিকা রিয়া পিল্লাইকে বিয়ে করেন সঞ্জয়। কিন্তু সেই সম্পর্কও স্থায়ী হয়নি। ২০০৮ সালে বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন তারা। সেই বছরই মান্যতাকে বিয়ে করেন সঞ্জয়। বর্তমানে এই মডেলের সঙ্গেই সংসার করছেন অভিনেতা।

আইসিসি র‍্যাঙ্কিং: বোলারদের তালিকায় চূড়ার কাছে কামিন্স

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির ‘ফাইনাল ম্যাচে’ চমৎকার বোলিং করে আরও সুখবর পেলেন স্কট বোল্যান্ড। প্রথমবারের মতো আইসিসি টেস্ট বোলিং র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা দশে জায়গা পেলেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার। একই ম্যাচে দারুণ পারফর্ম করা প্যাট কামিন্সও এগিয়েছেন বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে।

এছাড়া গত সপ্তাহে ব্যাটে-বলে আলো ছড়িয়ে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে কাগিসো রাবাদা, বাবর আজম, টেম্বা বাভুমাদের। পুরুষ ক্রিকেটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের সাপ্তাহিক হালনাগাদ প্রকাশ করেছে আইসিসি।

ভারতের বিপক্ষে সিডনি টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৪টির পর দ্বিতীয়বারে ৬ উইকেট নিয়েছেন বোল্যান্ড। ১৩ ম্যাচের ক্যারিয়ারে প্রথমবার এক টেস্টে ১০ উইকেট নিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৯ ধাপ এগিয়েছেন তিনি। ক্যারিয়ার সেরা ৭৪৫ রেটিং নিয়ে ভারতের রাভিন্দ্রা জাদেজার সঙ্গে যৌথভাবে ৯ নম্বরে অবস্থান করছেন ৩৫ বছর বয়সী পেসার। একই ম্যাচে ৫ উইকেট নেওয়া কামিন্স এক ধাপ এগিয়ে উঠেছেন দুই নম্বরে। তার নামের পাশে এখন ৮৪২ রেটিং পয়েন্ট।

পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে ৬ উইকেট নিয়ে এক ধাপ এগিয়ে তিন নম্বরে উঠেছেন রাবাদা। দুই ধাপ পিছিয়ে এখন চারে জশ হেইজেলউড। এছাড়া জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বুলাওয়ায়ো টেস্টে ১১ উইকেট নিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে ফিরেছেন রাশিদ খান। বর্তমানে ৫৪ নম্বরে আছেন তিনি। বোলারদের তালিকায় যথারীতি শীর্ষে জাসপ্রিত বুমরাহ। সিডনি টেস্টে ১ পয়েন্ট পেয়ে তার ঝুলিতে এখন ৯০৮ রেটিং।

সিডনি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৩ বলে ৬১ রানের সৌজন্যে তিন ধাপ এগিয়েছেন রিশাভ পান্ত। আপাতত ৯ নম্বরে অবস্থান করছেন তিনি। পাকিস্তানের বিপক্ষে কেপটাউন টেস্টের একমাত্র ইনিংসে ১০৬ রান করে তিন ধাপ এগিয়ে ক্যারিয়ার সেরা ৬ নম্বরে উঠেছেন বাভুমা। ক্যারিয়ার সেরা ৭৬৯ রেটিং তার ঝুলিতে।

একই ম্যাচে ২৫৯ রানের ইনিংস খেলা রায়ান রিকেল্টন ৪৮ ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ৫৫ নম্বরে। এছাড়া দুই ইনিংসে পঞ্চাশোর্ধ্ব রান করা বাবর পাঁচ ধাপ এগিয়ে এখন ১২ নম্বরে অবস্থান করছেন। ব্যাটসম্যানদের মধ্যে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন জো রুট।

অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ এগিয়ে দুই নম্বরে উঠেছেন মার্কো ইয়ানসেন। এক ধাপ নেমে গেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। এক নম্বরে আগের মতোই জাদেজা। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৪৬ বলে ১০১ রানের ইনিংস খেলে ২৬ ধাপ এগিয়েছেন শ্রীলঙ্কার কুসাল পেরেরা। ৬৭৫ রেটিং নিয়ে ১০ নম্বরে আছেন তিনি। এক নম্বরে ট্রাভিস হেড। এছাড়া বোলিং ও অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা দশে নেই কোনো পরিবর্তন।

দুই কিশোরের গোলে ফাইনালে বার্সা

সুপার কাপের সেমিফাইনালে লামিনে ইয়ামালের গোল উদযাপন।

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বার্সেলোনা কচি-কাঁচার দল। স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমিফাইনালে কাতালানদের শুরুর একাদশে ২২ বছর বা তার কম বয়সী ফুটবলার ছিলেন ৬ জন। অ্যাথলেটিকো বিলবাওয়ের বিপক্ষে তাদেরই দু’জন গোল করেছেন। দলকে ২-০ গোলে জিতিয়ে তুলেছেন ফাইনালে।

বুধবার রাতে সৌদি আরবের কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে অ্যাথলেটিকোর জালে ম্যাচের ১৭ মিনিটে প্রথম গোল দেয় বার্সা। ২০ বছরের তরুণ সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার পাবলো গাভি দলকে প্রথমে এগিয়ে নেন। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান ২-০ করেন লামিনে ইয়ামাল।

বার্সার ১৭ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডের ওই গোলেই ফাইনালে পা রাখে হানসি ফ্লিকের দল। ইয়ামালকে ওই গোলও করিয়েছেন স্পেনের ভার্সাটাইল মিডফিল্ডার গাভি। শুধু গোল দিয়ে নয় গাভি ও ইয়ামা নিয়ন্ত্রণ করেছেন পুরো ম্যাচ। তাদের রসায়নে কর্তৃত্ব করেই ফাইনালে গেছে বার্সা। যদিও অ্যাথলেটিকো বিলবাও ১০টি আক্রমণ তুলে গোলবারে দাঁড়ানো সেজনিকে ৫বার বেশ ভালোই পরীক্ষা দিয়েছেন।

সৌদিতে ১২ জানুয়ারি স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনাল মাঠে গড়াবে। আজ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রিয়াল মায়োর্কার মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ। এই ম্যাচে লস ব্লাঙ্কোসরা জিতলে ফাইনালে সুপার ক্লাসিকো অর্থাৎ রিয়াল ও বার্সার লড়াই দেখা যাবে। মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোয় রিয়ালকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছে বার্সা।

সোনার ডিম পাড়া হাঁসকে মেরে ফেলবেন না; কেন বললেন মোহাম্মদ কাইফ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ব্যর্থতার পর টেস্ট অধিনায়কত্বে রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ভারতের পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে উঠে আসছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুই টেস্টে ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়া বুমরাহর নাম। তবে এই মুহূর্তে তার দায়িত্ব উচিত হবে না বলে মনে করেন ভারতীয় সাবেক ক্রিকেটার করেন মোহাম্মদ কাইফ। তার মতে, দলের প্রধান বোলিং অস্ত্রকে বাদ দিয়ে লোকেশ রাহুল অথবা ঋষভ পন্তকে অধিনায়ক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ বুধবার কাইফ লিখেছেন, এই পেসারের ওপর অধিনায়কত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না নির্বাচক কমিটির। ‘বুমরাহকে পূর্ণকালীন অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার আগে বিসিসিআইয়ের দুই বার ভাবা উচিত। তাকে স্রেফ উইকেট নেওয়া এবং ফিট থাকার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। নেতৃত্বের দায়িত্ব চোটের কারণ হতে পারে এবং অসাধারণ এক ক্যারিয়ার ছোট হয়ে যেতে পারে। সোনার ডিম পাড়া হাঁসকে মেরে ফেলবেন না।’

তবে কাকে অধিনায়ক করা উচিত। এটাও স্পষ্ট করে দেন কাইফ। তার চাওয়া কোনো ব্যাটারই হোক ভারতের পরবর্তী অধিনায়ক।

‘আমি চাই একজন ব্যাটার পরবর্তী অধিনায়ক হোক। হয় কেএল রাহুল অথবা ঋষভ পন্ত। তারা আগেও অধিনায়কত্ব করেছে। পন্ত আইপিএলে অধিনায়কত্ব করছে, সে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। রাহুল টেস্ট ক্রিকেটে অধিনায়কত্ব করেছে (৩ ম্যাচে)।’

বর্তমানে ভারত দলের সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করছেন যশপ্রীত বুমরাহ। বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে রোহিতের অনুপস্থিতিতে প্রথম টেস্টে নেতৃত্ব দিয়ে দলকে একমাত্র জয় এনে দেন। শেষ টেস্টেও অধিনায়ক ছিলেন। তবে ম্যাচের মাঝপথে ইনজুরির কারণে মাঠ ছেড়ে যাওয়ায় নেতৃত্ব দেন বিরাট কোহলি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR